ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৮২
আগরতলা,২৯ জুন,২০২৪

প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত আইন নিয়ে কর্মশালা
সামাজিক ব্যাধি রোধে প্রয়োজন জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ ও জনসচেতনতা : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সাধারণ মানুষ সচেতনভাবে অংশ নিলে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা রূপায়ণে সাফল্য আসে। কোভিড অতিমারীর সময়েও স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতো কর্মসূচি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ফলে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত আইন নিয়ে রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই আইন সম্পর্কে রাজ্যে তৃণমূলস্তরের দায়িত্বশীল আধিকারিকদের আরও সচেতন করতে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণের কথা ভেবেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যাধি রোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ ও জনসচেতনতা। উল্লেখ্য, প্রবীণদের যত্ন ও সুরক্ষায় পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, ২০০৭ দেশে চালু হয়েছে। রাজ্যে এই আইন ১৫ আগস্ট, ২০০৮ চালু হয়েছে।

২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অনলাইন এমআইএস পোর্টালেরও উদ্বোধন করেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্য থেকে মহকুমা স্তর পর্যন্ত দ্য প্রোটেকশন অব উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ২০০৫, দ্য সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অব উইমেন অ্যাট ওয়ার্কপ্লেস (প্রিভেনশন, প্রোহিবিশন অ্যান্ড রিড্রেসাল) অ্যাক্ট, ২০১৩, দ্য ডাওরি প্রোহিবিশন অ্যাক্ট, ১৯৬১, দ্য জুভেনাইল (কেয়ার অ্যান্ড জাস্টিস অব চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০১৫, দ্য প্রোহিবিশন অব চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং দ্য ম্যানটেইনেন্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অব পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেনস অ্যাক্ট, ২০০৭ সম্পর্কে আপডেট তথ্য থাকবে।

কর্মশালায় প্রথম পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন দপ্তরের সচিব তাপস রায় এবং অধিকর্তা স্মিতা মল। পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, ২০০৭ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আইন দপ্তরের যুগ্ম সচিব সোপান চৌধুরী। আজকের এই কর্মশালায় রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলাশাসক ও সমাহর্তা এবং মহকুমা শাসক কার্যালয় সহ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্নস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায়েও বিভিন্ন আইন ও এমআইএস অ্যাপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

*****